بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ বার্তানিয়া হতে প্রদত্ত ২৭ নভেম্বর ২০২০ এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ)বলেন ঃ

আজ হযরত আলী বিন আবি তালিবের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। তার পিতার নাম ছিল আবদে মানাফ, যার ডাকনাম ছিল আবু তালিব। তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। তিনি মহানবী (সাঃ)এর নবুয়্যতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রাঃ)এর শারীরিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন, চোখ কালো ছিল; তার শরীর মোটাসোটা ও কাঁধ চওড়া ছিল। হযরত আলীর তিনজন ভাই ও দু'জন বোন ছিলেন। তার ভাইয়েরা হলেন তালিব, আকীল ও জা'ফর এবং বোনেরা হলেন উম্মে হানি ও উম্মে জামানা। এদের মধ্যে তালিব ও জামানা ছাড়া বাকি সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলীর ডাকনাম ছিল আবুল হাসান, আবু সাবতাইন ও আবু তুরাব। সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে হযরত সুহায়ল বিন সা'দ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত ফাতেমার ঘরে গিয়ে হযরত আলীকে ঘরে পান নি। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?' হযরত ফাতেমা বলেন, 'তার ও আমার মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা হয়েছিল, এতে তিনি আমার ওপর রাগ করে চলে যান আর আমার ঘরে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম) ও করেননি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন একজনকে বলেন, 'দেখতো সে কোথায়!' সেই ব্যক্তি আসে ও বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মসজিদে যান এবং হযরত আলী সেখানে শুয়ে ছিলেন, তার শরীর থেকে তার চাদর সরে গিয়েছিল এবং পার্শ্বদেশে বা কোমরে কিছুটা মাটি লেগে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্(সাঃ) মাটি মুছে দেন এবং বলেন, 'হে আবুতুরাব, (মাটির বাবা) ওঠো! হে আবু তুরাব, ওঠো!' আর তখন থেকে হযরত আলী (রাঃ) আবু তুরাব ডাকনামে পরিচিত হন।

হযরত আলী (রাঃ) আঁহযরত (সাঃ)এর সন্নিধানে কিভাবে এলেন সে সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আবু তালেব খুবই সম্মানিত একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; আর অনেক কষ্টে তাঁদের জীবন নির্বাহ হতো। বিশেষতঃ সেই দিনগুলোতে; যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল, তখন তার দিন খুবই কষ্টে চলতো। মহানবী (সাঃ) যখন তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তিনি তার অন্য চাচা আব্বাস (রাঃ)কে একদিন বলেন যে, 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালেবের জীবনযাত্রা কষ্টে চলছে। যদি তার ছেলেদের মধ্য থেকে একজনকে আপনি আপনার ঘরে নিয়ে যান, আর একজনকে আমি নিয়ে আসি-তবে তা কতইনা

উত্তম হয়! আব্বাস (রাঃ) এই প্রস্তাবে একমত হলেন। এরপর দু'জনে মিলে আবু তালেবের কাছে গিয়ে তাকে এ প্রস্তাব দিলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্যে আকীলকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, 'আকীলকে আমার কাছে রেখে দাও বাকীদেরকে যদি চাও নিয়ে যাও।' অতএব জাফরকে আব্বাস (রাঃ) নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আর আলী (রাঃ)কে মহানবী (সাঃ) নিজের কাছে নিয়ে যান। হযরত আলী (রাঃ)এর বয়স তখন আনুমানিক ছয় সাত বছর ছিল। এরপর থেকে হযরত আলী (রাঃ) সবসময় মহানবী (সাঃ) এর কাছে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, "এরপর যখন তার ঘরে খোদার ওহী সম্পর্কে কথা হচ্ছিল তখন তাঁর ঘরে লালিত দাস যায়েদ বিন হারেস, এগিয়ে আসে এবং বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনছি।' এরপর হযরত আলী, যার বয়স তখন এগার বছর ছিল এবং যিনি তখনও নিতান্ত একজন বালক ছিলেন, আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহানবী (সাঃ) এবং হযরত খাদিজার কথোপকথন শুনছিলেন; তিনি যখন এসব শুনলেন যে, খোদার বাণী এসেছে, তখন সেই আলী যিনি একজন কুশলী ও চৌকশ বালক ছিলেন; সেই আলী যার ভেতর পুণ্য ছিল, সেই আলী যার পুণ্যের উচ্ছাস ছিল কিন্তু বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সেই আলী যার চিন্তাচেতনা ছিল অতি উচ্চমার্গের কিন্তু তখনো বুকের মাঝেই চাপা ছিল আর সেই আলী যার মাঝে আল্লাহ্‌তা'লার গ্রহণীয়তার বৈশিষ্ট অন্তর্নিহিত রেখেছিলেন কিন্তু তখনো তা বহিঃপ্রকাশের কোন সুযোগই আসেনি! তিনি যখন দেখলেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি উদ্ভাসিত হওয়ার সময় এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি বিকশিত হবার সুযোগ এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন খোদা আমাকে নিজের দিকে আহ্বান করছেন, তখন সেই নাবালক আলী একবুক বেদনা নিয়ে কাচুমাচু হয়ে একান্ত লজ্জাবনত শিরে এগিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার চাচী যার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যে বিষয়ে যায়েদ ঈমান আনয়ন করেছে তাতে আমিও ঈমান আনছি।

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব বর্ণনা করেছেন ঃ একদা মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) মক্কার কোন একটি উপত্যকায় নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ আবু তালেব সেদিক দিয়ে যায়। তখনো আবু তালেব ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এজন্য, সে খুবই অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তিনি (সাঃ) যখন নামায সমাপ্ত করেন তখন সে জিজ্ঞেস করে, হে ভাতিজা! এটা কোন ধর্ম যা তোমরা অবলম্বন করেছ? মহানবী (সাঃ) বললেন, চাচা! এটি ঐশী ধর্ম এবং ইব্রাহীমের ধর্ম। তিনি (সাঃ) সংক্ষেপে আবু তালেবকে ইসলামের তবলীগ করেন কিন্তু আবু তালেব একথা বলে এড়িয়ে যায় যে, আমি আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবো না কিন্তু একই সাথে তার পুত্র হযরত আলী (রাঃ)কে সম্বোধন করে বলে, হে আমার পুত্র! তুমি নির্দ্বিধায় হযরত মহাম্মদ (সাঃ)এর সঙ্গ দিয়ে যাও কেননা আমি বিশ্বাস রাখি, সে তোমাকে পুণ্য ছাড়া অন্য কোন দিকে আহ্বান করবে না।

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলেন, একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর এবং এতে বনু আব্দুল মুত্তালেবকে ডাকো, যেন এভাবে তাদের মাঝে সত্যের বানী পৌঁছানো যায়। অতএব হযরত আলী (রাঃ) নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর সকল নিকট আত্মীয়কে যাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন ছিল এই নিমন্ত্রণে ডাকেন। তাদের আহার শেষে মহানবী (সাঃ) কিছু বলতে চাইলে

দুর্ভাগা আবু লাহাব এমন কথা বলে বসে যার কারণে সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে যায়। এরপর মহানবী (সাঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ)কে বলেন, এই সুযোগ হাত ছাড়া হচ্ছে তাদেরকে আবার নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করো। অতএব তাঁর (সা.) আত্মীয় স্বজন আবারও একত্র হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, হে বনু আব্দুল মুত্তালেব! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যে, এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয় কোন ব্যক্তি তার জাতির কাজে নিয়ে আসেনি। আমি তোমাদেরকে খোদার পানে আহ্বান করছি, তোমরা আমার কথা গ্রহণ করলে ইহ ও পরকালের সর্বোত্তম কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবে। এখন বল, এ কাজে কে আমার সাহায্যকারী হবে। সবাই নীরব ছিল আর সভার সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে ছিল। হঠাৎ করে একদিক থেকে তের বছর বয়সী এক হ্যাংলা পাতলা বাচ্চা যার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, উঠে দাঁড়ালো এবং বললো যে, যদিও আমি সবচেয়ে দূর্বল এবং সর্বকনিষ্ঠ তবুও আমি আপনার সঙ্গ দিব। এটি ছিল হযরত আলী (রাঃ)এর কথা। মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর এই কথা শুনে নিজ আত্মীয়স্বজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে এই বালকের কথা শোন এবং তার কথা মেনে নাও। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য দেখে শিক্ষাগ্রহণ করার পরিবর্তে খিলখিল করে হেসে ওঠে এবং আবু লাহাব নিজ বড় ভাই আবু তালেবকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাও! এখন মুহাম্মদ তোমাকে তোমার ছেলের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করছে। অতঃপর এই লোকেরা ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ)এর অসহায়ত্ব নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

হযরত আলী (রাঃ)এর এই ত্যাগের উল্লেখ করতে গিয়ে মহানবী (সাঃ)এর হিজরতের ঘঠনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে ঃ আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আলী (রাঃ)কে এই মহান ত্যাগস্বীকারের সৌভাগ্য দান করেছেন। অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা নিজ গৃহ থেকে বের হতে চাইলেন তখন তিনি (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড় যেন কাফেররা উঁকি দিলে কোন ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে রয়েছে বলে চোখে পড়ে আর তারা যেন পিছু ধাওয়ার জন্য এদিক সেদিক বেরিয়ে না পড়ে। সেসময় হযরত আলী (রাঃ)একথা বলেন নি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! বাড়ির চতুর্দিকে কুরায়েশদের বাছাই করা যুবকরা হাতে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি সকালে জানতে পারে, আপনি বেরিয়ে গেছেন তখন তারা আমার ওপর আক্রমণ করে আমাকে হত্যা করবে। বরং হযরত আলী (রাঃ) প্রাশান্ত চিত্তে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)এর পরিকল্পনা অনুযায়ী উনার বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং মহানবী (সাঃ) নিজের চাদর তার ওপর দিয়ে দেন। প্রভাতে কুরায়েশরা যখন দেখতে পায় হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পরিবর্তে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বিছানা থেকে উঠছেন তখন তারা নিজেদের ব্যর্থতায় দাঁত কামড়াতে থাকে এবং হযরত আলী (রাঃ)কে তারা মারধর করে। কিন্তু এতে কীই বা যায় আসে। নিয়তির লেখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিরাপদে মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রাঃ)এর জানা ছিল না যে, এই ঈমানের পরিবর্তে তিনি কী লাভ করবেন! তবে আল্লাহ্‌তা'লা জানতেন যে এই কুরবানীর বিনিময়ে শুধুমাত্র হযরত আলীই সম্মান লাভ করবে না বরং হযরত আলীর বংশধররাও সম্মান পাবে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আলী (রাঃ)এর প্রতি প্রথম যে অনুগ্রহ করেন তা হলো তাকে রসূলে করীম (সাঃ)এর জামাতা হবার সৌভাগ্য দান করেন। তার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লা দ্বিতীয় যে অনুগ্রহ করেন তা হলো নবী করীম (সাঃ)এর হৃদয়ে তার জন্য এতো ভালবাসা সৃষ্টি করেন যে, তিনি (সাঃ) বহুবার তার প্রশংসা করেছেন।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্থান নিবাসী তারেক মাহমুদ সাহেবের পুত্র ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেবের শাহাদতের বর্ণনা করেন বলেন, উনাকে গত শুক্রবার ২০ নভেম্বর ২০২০ জুমুআর নামায পড়ার পর বিরোধীরা গুলি করে শহীদ করে। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। এছাড়াও সিয়েরালিওনের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জামালউদ্দিন মাহমুদ সাহেবের, রাবওয়ার চৌধুরী সলাহউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা আমাতুস্ সালাম সাহেবার ও রাবওয়ার মরহুম ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতা মনসূর বুশরা সাহেবার উন্নত চারিত্রিক গুনাবলীর বর্ণনা করেন এবং জুম্মার নামায শেষে সকল মরহুমীনদের গায়েবে জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

27 NOVEMBER 2020

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.